গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-১ শাখা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	২১/১১/২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকল কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি সকল প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় এবং প্রকল্প সমাপ্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সার্বিক কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা এবং চলমান প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম বার্ষিক অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক, সংস্থা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান ১১টি প্রকল্পে কর্মপরিকল্পনার আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও ভৌত অগ্রগতির বাস্তব অর্জন; প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য সমাধানকল্পে বিগত মাসের এডিপি সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অগ্রগতি এবং প্রকল্প ভিত্তিক সার্বিক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা)-কে অনুরোধ করা হয়।

০২। সভার প্রারম্ভে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, গত ২২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভার কার্যবিবরণী ৩০ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে কোন পর্যবেক্ষণ বা সংশোধনীর প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১১টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৪৮৫.৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা সম্পূর্ণটাই জিওবির আওতাধীন। অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ৬৭৩.৮৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৫.৩৬%। অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৯৬.৭৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৩৩.৪৪%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জুলাই-অক্টোবর মাসের জাতীয় গড় অগ্রগতি ১১.৫৪%। সভাপতি সকল প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪। সভায় এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০১টি প্রকল্পের

অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৮২.৭৪ কোটি টাকা। অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ৪১.৩৭ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৫০%। প্রকল্পটির অনুকূলে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ১৫.৯২ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ১৯.২৪%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৮৪৮.৮২ কোটি টাকা। অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ৪৩২.৪৭ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০.৯৫%। প্রকল্প ০২টির অনুকূলে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪২২.০১ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.৭২%। কারা অধিদপ্তরের ০৭টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ৪৯০.০১ কোটি টাকা। অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ১৬৮.৫৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৩৪.৩৯%। ০৭টি প্রকল্পের অনুকূলে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৮.৭৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ১২%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে মোট ৬৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৩১.৪৯ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.২০%। প্রকল্পটির অনুকূলে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.০২৭৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০৪%।

০৫। <u>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>

(ক) <u>১১টি মডার্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প:</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ৬১৭.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অনুকূলে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৫১৮.০৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৩.৯৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯৫%। এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ৮২.৭৪ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ৪১.৩৭ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০%। অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৫.৯২ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ১৯.২৪%।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, ১১টি স্টেশনের মধ্যে ০৪টি (১)গাজীপুর জেলার সারাবো (কাশিমপুর) মডার্ণ ফায়ার স্টেশন; (২) সাভার সেনানিবাসস্থ জিরাবো, সাভার স্টেশন; (৩)রুপপুর গ্রীনসিটি, পাবনা; (৪) কর্ণফুলী চট্টগ্রাম মডার্ণ ফায়ার স্টেশন হস্তান্তর ও উদ্বোধন করা হয়েছে। হস্তান্তর ও উদ্বোধনযোগ্য স্টেশনের সংখ্যা ০৪টি (৫) গাজীপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর; (৬) কাঁচপুর ব্রিজ, নারায়ণগঞ্জ; (৭) গাজীপুর, কোণাবাড়ী (৮) রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর। যে ০৩টি স্টেশন পিছিয়ে আছে তার মধ্যে (৯) কালুরঘাট, চট্টগ্রামের ৯০% (১০) শিবু মার্কেট, ফতুল্লার ৭৫% এবং (১১) রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্টেশনটি প্রকল্পটির কাজ ৮৬% শেষ হয়েছে।

সভাপতি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে প্রকল্প সমাপ্তির ডেডলাইন অক্টোবরে দেওয়া ছিল কিন্তু কি কারণে প্রকল্পের সমস্ত কাজ দেরিতে হচ্ছে জানতে চাইলে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সভায় বলেন, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করা সম্ভব হবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কালুরঘাট ফায়ার স্টেশনের পুকুর সম্পর্কে জানতে চাইলে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মূল ডিপিপিতে পুকুরের সংস্থান না থাকায় পুকুর খননে বিলম্ব হয়েছে তবে আগামী ৭-১৫ দিনের মধ্যে পুকুরের কাজ শেষ করা যাবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি আগামী এডিপি মিটিংয়ের আগে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>

(ক) আন্ত:খাত সমন্বয়ের প্রস্তাব দ্রুত প্রেরণ করতে হবে;
(খ)কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি অর্জন করতে হবে এবং প্রকল্প

পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিবিড়ভাবে তদারকি করতে হবে;

(গ) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন;

(ঘ) ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) <u>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ</u>:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	"ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪৭টি (৪৪টি নতুন ও ০৩টি ফায়ার স্টেশন পুন:নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদকাল: (নভেম্বর ২০২৩ থেকে জুন ২০২৭ খ্রি.)	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৭টি (৪৪টি নতুন ও ৩টি পুন:নির্মাণ) ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ০৬/০৬/২০২৩ তারিখের যাচাই-বাছাই সভার সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত করে ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১১/০৯/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য গত ২৯/১০/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
২.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫৯টি (৫১টি নতুন ও ৮টি ফায়ার স্টেশন পুনঃনির্মাণ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদকাল: (জুলাই/২৩ হতে ডিসেম্বর/২৭)	দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫৯টি (৫১টি নতুন ও ৮টি পুন:নির্মাণ) ফায়ার স্টেশন স্থাপন/পুন:নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে ৩১/০৫/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে গত ২৭/০৩/২০২৩ তারিখে যাচাই বাছাই সভা সম্পন্ন করে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য গত ১৪/০৮/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে ০৩/১০/২০২৩ তারিখে প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৩.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ০২টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (মার্চ /২৩ হতে জুন/২৬)	প্রকল্পের ডিপিপি'র উপর গত ২৮/০৩/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত করে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৬/১১/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ

৪.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-১, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: (অক্টোবর/২৩ হতে জুন/২৬)	প্রকল্পের পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ৩০/০৪/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করে এবং গত ১৪/০৫/২০১৯ তারিখে যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি সর্বশেষ ১৬/০৮/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য গত ০৩/০৯/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ৩১/১০/২০২৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৫.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অধীনে ১৩টি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ৭৩টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট মোতায়েন (FARSOW) প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-৫, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: (নভেম্বর/২৩ হতে জুন/২৭)	১০টি স্পেশালাইজড ইউনিট (FARSOW) গঠনের লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনার আলোকে এবং টিম সংখ্যা (হ্যাজমাট) বৃদ্ধিসহ নতুন সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্তি করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অধীনে ১৩টি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ৭৩টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট মোতায়েন নামে প্রকল্পটি নামকরণ করে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি প্রতিবেদনসহ ডিপিপি প্রণয়ন করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর থেকে ০৮/১১/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পাওয়া গেছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগে যাচাই বাছাই সভার জন্য ডিপিপির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সিদ্ধান্ত: প্রস্তাবিত বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট গঠনের জন্য প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়ে অগ্নি অনুভিাগ মতামত প্রদান করবে;	সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৬.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি স্থাপন প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-৩, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।	৩০-০৮-২০২২ তারিখে প্রকল্পের মাষ্টার প্ল্যান এবং গত ০৬-১০-২০২২ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হলে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২৪ জুন ২০২৩ তারিখে প্রকল্পের কিছু পর্যবেক্ষণসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে নভেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর

৭.	দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প। (২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।	দেশের উত্তরাঞ্চলের(রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণউপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টিফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পটি ৫৭টি ফায়ার স্টেশনে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ডিপিপি'র অংশ প্রস্তুত করে গত ০৩/০৯/২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি অক্টোবর ২০২৩ মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর
৮.	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/ থানা সদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প। (২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: (জানুযারি/২৪ হতে জুন/২৭)	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা, সদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ ডিপিপি প্রণয়ন করে ১৯/১০/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগে ডিপিপি'র উপর যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ

৯.	মর্ডানাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স প্রকল্প। (২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: (জানুয়ারি, ২০২৩-জুন, ২০২৮ খ্রি.)	অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবিত “মর্ডানাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স” শীর্ষক প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো সংযুক্ত করে সংশোধিত ডিপিপি গত ১১/০৯/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগে ২২/১০/২০২৩ তারিখে প্রকল্পের যাচাই বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন অধিদপ্তরে চলমান। সভাপতি বলেন যে, প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে বৈদেশিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

০৬। <u>মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>

(ক) ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ১৬২.৩৪১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ০.১৪ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ০.০৮%। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৬৪.০০ কোটি টাকা এডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অবমুক্ত করা হয়েছে ৩১.৪৯ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৪৯.২০%। প্রকল্পটির অনুকূলে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.০২৭ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০৪৩%। যুগ্মসচিব প্রকল্পের কার্যক্রমের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন, গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে ভবন অপসারণসহ ২টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে । সভাপতি ভবন কতদিনে ভাঙা যাবে এ প্রশ্নের জবাবে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত জানান আগামী ১ মাসের মধ্যে ভবন ভাঙা সম্ভব হবে। সভাপতি আরো দ্রুত এবং সঠিকভাবে কাজ করার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>

(ক) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে পিপিআর অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;

(খ) পুরাতন স্থাপনা অপসারনের জন্য দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(গ) রেট শিডিউল ২০২২ এবং ২০২৩ মোতাবেক টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

<u>০৭। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:</u>

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	০৮টি বিভাগীয় শহরে এবং ১২টি জেলায় মাদকাসক্ত সনাক্তকরণে ডোপ টেস্ট প্রবর্তন (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	১১/১২/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় মাদকাসক্ত সনাক্তকরণ তথা ডোপ টেস্টের বিষয়ে একটি চূড়ান্ত ও কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ অর্থবিভাগের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের পরিচালন বাজেটের আওতায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্ণিত বিষয়ে গত ১৭/০৯/২০২৩ তারিখে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
২.	০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (মেয়াদ: ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	"০৭ (সাত) টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ"- প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ণের নিমিত্ত গত ১৫/০৬/২০২৩ খ্রি: তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে, রংপুর বিভাগের বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত জমি পরিবর্তন হওয়ায় এবং নতুন জমি চূড়ান্ত সময়সাপেক্ষ হওয়ায় বাকী ০৫ টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ) ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ"- প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ণের জন্য ০২/১০/২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া গেছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২।গণপূর্ত অধিদপ্তর
৩.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) (০১/০৭/২০২২ হতে ০১/০৬/২০২৫)	উক্ত প্রকল্পের উপর গত ১২ মে, ২০২২ তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা হয়েছে। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা এবং স্থানিক নকশা সংশোধন করা হয়েছে এবং অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত হয়েছে। সংশোধিত প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা এবং স্থানিক নকশা প্রেরণপূর্বক সে মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য ২৬.০১.২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং পুনর্গঠিত ডিপিপি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর গত ০৭ জুন ২০২৩ খ্রি: তারিখে প্রেরণ করা হয় এবং প্রকল্পটি অনুমোদনের লক্ষ্যে সুরক্ষা বিভাগ কর্তৃক গত ২৪/০৭/২০২৩ খ্রি: তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৪.	০৩ (তিন) টি বিভাগে (খুলনা, ময়মনসিংহ, রংপুর) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরিসহ বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণ	শুরুতে প্রকল্পটিতে ০২ (দুই) টি বিভাগে (খুলনা, রংপুর) বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণের প্রস্তাব ছিল। পরবর্তীতে ময়মনসিংহ বিভাগে বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণের প্রস্তাব এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের সাথে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক টেস্টিং ল্যাবরেটরি অন্তর্ভুক্ত করে ৩ তলার পরিবর্তে ৫ তলা বিশিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় ভবনের সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা ও স্থানিক নকশা প্রণয়ন করা হয়। প্রাথমিক স্থাপত্য ও স্থানিক নকশার উপর গত ০৮/০২/২০২৩ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাপত্য নকশা সংশোধন করা হচ্ছে। সংশোধনের নিমিত্ত গত ২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখে বর্ণিত প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ চাহিদামালা এবং ভবনের উচ্চতা সম্পর্কিত মতামত প্রদান করে স্থাপত্য অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। সে মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা ও স্থানিক নকশা প্রনয়ন করা হয়। প্রাথমিক স্থাপত্য ও স্থানিক নকশার উপর গত ০৫/১০/২০২৩ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নকশা সংশোধন করা হচ্ছে। স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন যে, ৩টি বিভাগে টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপনসহ বিভাগীয় কার্যালয়ের স্থাপত্য নকশা সম্পন্ন হয়েছে। যথাশীঘ্র মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে।	স্থাপত্য অধিদপ্তর

০৮। <u>ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ</u>:

(ক) <u>বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পঃ</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভায় উল্লেখ করেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে ৪৬৩৫.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৩৭৬৪.২০ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮১.২০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৮৩০.০০ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ৪১৪.৯০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.৯৯%। অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪১০.১৭ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.৪২%। অত:পর প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন। প্রকল্প পরিচালক সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, গত ৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে সংশোধিত বাজেটের ৯০৩৮.৩৬ কোটি টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এজন্য তিনি প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, ই-পাসপোর্ট প্রকল্পে ৮৩০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে ১০৯০.০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। এলসি ৬ এর জন্য ২০৪.০০ কোটি টাকা লাগবে এবং অন্যান্য খরচ বাবদ ২৬০ কোটি দরকার হবে। ৩য় কিস্তির টাকা অগ্রিম ছাড়ের জন্য ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সংশোধিত এডিপিতে আরো ২৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের জন্য তিনি সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করেন। এছাড়া প্রকল্পে বাজেট ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা প্রয়োজন। উক্ত প্রকল্পে একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদায়ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক সভাপতিকে অনুরোধ জানান।

সভাপতি ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর থেকে ই-পাসপোর্ট প্রকল্পে একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদায়নের জন্য

নির্দেশনা প্রদান করলে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বলেন, পাসপোর্ট অধিদপ্তরে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মাত্র ১ জন আছেন। ২ জন থাকলে দেওয়া যেতো। সভাপতি মহোদয় ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে ধন্যবাদ জানিয়ে এ প্রকল্পের কাজের গতি বৃদ্ধির জন্য অর্থছাড়ের আশ্বাস প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) জরুরিভিত্তিতে ৩য় কিস্তির টাকা ছাড় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ১২৮.৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১১৩.০২ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৮.০২% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯৫%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ১৮.৮২ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ১৭.৫৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৩.৪০%। অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১১.৮৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৬২.৯১%। প্রকল্পের অন্যান্য বিষয় সমূহ সভায় উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিবের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক বলেন, নভেম্বরের মধ্যে পূর্ত কাজ শেষ হবে। ৩টি ভবনের কাজ পিছিয়ে আছে। তার মধ্যে পঞ্চগড়ের ভবন উদ্বোধনের অপেক্ষায় এবং ঠাকুরগাঁও ও জয়পুরহাট ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে। ভবনগুলো নির্মিত হলে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে। যশোর, সিলেট ও কক্সবাজারের ভবনগুলো বুঝে নেওয়া হয়েছে তবে চট্টগ্রামের লিফটের সমস্যা আছে। গত অর্থবছরে প্রকল্পটি 'বি' ক্যাটাগরি হওয়ায় চাহিদা মোতাবেক বরাদ্দ না পাওয়ায় ঠাকুরগাঁ ও পঞ্চগড়ের ভবন নির্মাণে কিছু বকেয়া ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান পাবে। সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্প শেষ কবে করতে পারবেন এ প্রশ্নের জবাবে প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে পারবেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গণপূর্ত অধিদপ্তর) জানান, ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) আন্ত:খাত সমন্বয়ের প্রস্তাব দ্রুত প্রেরণ করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী এডিপি মাসিক সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(গ) ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যেই প্রকল্পের সকল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

১.	পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ উত্তরায় নির্মিতব্য বহুতল ভবন (০১/১২/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	পাসপোর্ট পারসোনালাইজেশন কমপ্লেক্স এক্সেটেনশন প্রকল্পের যাচাই বাছাই কমিটির সভা আগামী ২৮/১১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।	(১)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর (২)গণপূর্ত অধিদপ্তর (৩) স্থাপত্য অধিদপ্তর
২.	ইমপ্লিমেন্টেশন অব ই-ভিসা, বাংলাদেশ প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-১, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৮)	ভিসার কাজ চলমান রয়েছে।	(১)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর (২)গণপূর্ত অধিদপ্তর (৩) স্থাপত্য অধিদপ্তর

০৯। <u>কারা অধিদপ্তর-এর প্রকল্পসমূহ:</u>

(ক) <u>খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প</u>:

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২৩ প্রস্তাবিত ২০২৪ মেয়াদে ২৮৮.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের অক্টোবর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২১০.৫৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.০৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯০%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ৫০.০০ কোটি টাকা। অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত কোনো ব্যয় করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যবিবরণী এখনও পাওয়া যায়নি। কার্যবিবরণী পাওয়া গেলে অর্থছাড় করা সম্ভব হবে। প্রকল্প পরিচালক গত ১৭ ও ১৮ নভেম্বর প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। প্রকল্প পরিচালক গণপূর্ত অধিদপ্তরকে অনুরোধ করেন জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গণপূর্ত অধিদপ্তর) বলেন, প্রকল্পের মেয়াদ না থাকায় কাজের গতি অনেক ধীর ছিল। মেয়াদ বৃদ্ধি পাওয়ায় ও নতুন নির্বাহী প্রকৌশলী যোগদান করায় কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে।

<u>সিদ্ধান্তঃ</u>

(ক) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে;
(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) <u>ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:</u>

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ২৪০.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৮৬.৬৭ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬.০৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৩০.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ১৪.৯৯ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৪৯.৯৭%। অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.০৩০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.১০০%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, ১০টি প্যাকেজের মধ্যে ৬টি প্যাকেজের নোয়া প্রদান সম্ভব হয়েছে। ৪টি প্যাকেজের মূল্যায়ন কাজ চলছে। মহিলা বন্দি ব্যারাকের কাজ আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে শেষ হবে। ৩৮টি পুরাতন স্থাপনা অপসারণের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরে যে সার্ভে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে ২১/১১/২০২৩ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় স্থাপনা অপসারণের অনুমোদন পেলে ভবন অপসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের ব্যয়ের বিষয়ে সভাপতি মহোদয়ের এক প্রশ্নের জবাবে প্রকল্প পরিচালক বলেন, শুধুমাত্র ২ জন স্টাফের বেতন প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্প পরিচালক পিডব্লিউডি এর সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে চলমান টেন্ডার কার্যক্রম এবং কার্যাদেশসমূহ যথাসময়ে সম্পন্ন করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। এ প্রকল্পের অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৭.৩৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৪.৬৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ০.০১ কোটি টাকা এবং অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়নি। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, প্রকল্পটি একনেকে মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে। সভাপতি মেশিন টুলসের সাথে চুক্তির ব্যাপারে জানতে চাইলে কারা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভাপতিকে জানান, তারা যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। একনেক থেকে এখনো প্রকল্পের মেয়াদের বিষয়ে কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি। মেয়াদ বৃদ্ধি হলে প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম শুরু করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সরকারের অন্যান্য নিরাপত্তা সমূহ কীভাবে জ্যামার ক্রয় করে এর একটি তথ্য সুরক্ষা সেবা বিভাগকে অবহিত করতে হবে;

(খ) পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঘ) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে ৬০৭.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৬৪.৭৪ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৭.১২% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৮.৩০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ২০০.০০ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ৪৯.২৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২৪.৬২%। অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৬.৬৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ১৩.৩২%। সভাপতি একনেকে অনুমোদনের জন্য প্রকল্পের ভিডিও মন্ত্রী মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
(খ) প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে শেষ করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঙ) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ৬০৯.৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৬২.২০ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৬.৬০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৩%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৮৫.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ৪২.২০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.৬৫%। অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১১.৪৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ১৩.৪৭%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের নির্মাণ কাজের জন্য ১০টি প্যাকেজ আছে যার মধ্যে ৬টি প্যাকেজের কাজ চলমান। ৮ নং প্যাকেজ পূর্ত অধিদপ্তরে মতামতের জন্য পাঠানো হয়েছে। ৩ নং প্যাকেজের ৯/১১/২০২৩ তারিখে টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে এবং ২৭/১১/২০২৩ তারিখে ওপেন হবে। ৭ নং প্যাকেজ ২০১৮ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী হওয়ার কারণে ঠিকাদার কাজ করতে ইচ্ছুক নয়। সেজন্য প্যাকেজটি বাতিল করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, ব্যাচেলার'স কোয়ার্টারের ১টি বিল্ডিং এর কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে নির্মাণ কাজ শেষ হবে। সভাপতি কত শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, অক্টোবর পর্যন্ত ২৬.৬০% কাজ হয়েছে এবং মেয়াদ আছে জুন ২০২৫ পর্যন্ত। সভাপতি কারাগারের ১টি ভবন অনেক দূরে কেন জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ভবিষ্যৎতের কথা মাথায় রেখে বিল্ডিংগুলো করা হয়েছে। তাছাড়া কুমিল্লা কারাগার অনেক পুরানো ও আঁকাবাঁকা। স্কুল নির্মাণ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক জানান, সব কারাগারে স্কুল বিদ্যমান থাকায় কুমিল্লা কারাগারে একটি স্কুল নির্মাণ করা হয়েছে। সভাপতি কাজের গতি বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) জমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(খ) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(চ) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৩২৬.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৩৮.১৬ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪২.২৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৫%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৮৫.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ৪২.১১ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.৫৪%। অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭.৫৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২০.৬৯%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের কাজ বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থ বরাদ্দের কোনো সমস্যা না থাকার কারণে প্রকল্প পরিচালক সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি আগামী সভার আগে উক্ত প্রকল্পের Site Development এর অগ্রগতি ও প্রকল্পের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে;
(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ছ) জামালপুর জেলা কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ২১০.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২২.৭০ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০.৮১% এবং ভৌত অগ্রগতি ১১.৮০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৪০.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ১৯.৯৯ কোটি টাকা। যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.৯৮%। অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩.০৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৭.৬৯%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, জামালপুর জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের ৭টি প্যাকেজ বিদ্যমান আছে। এর মধ্যে ১ ও ২ নং প্যাকেজ অনেক বড় যার মূল্য প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। ২টি প্যাকেজের কাজ শুরু করা হয়েছিল কিন্তু নির্মাণ সামগ্রির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চিঠি দিয়ে কাজ করতে অসম্মতি প্রকাশ করছে। অন্য ৫টি প্যাকেজের মধ্যে ৩টি প্যাকেজের নোয়া দেওয়া হয়েছে কিন্তু সিডিউলের পরিবর্তনের কারণে কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্যাকেজগুলের এস্টিমেট ২০১৮ এর রেট সিডিউল অনুযায়ী ছিল। ২০১৮ রেটে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ করতে অনীহা প্রকাশ করছে। সেজন্য রেট সিডিউল ২০২২ এ পরিবর্তন করে এস্টিমেট করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ পর্যন্ত ৯টি স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে এবং কাজের মান অনেক ভালো। সভাপতি প্রকল্পের কাজ নিয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী টেন্ডারসহ অন্যান্য সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে;
(খ) ঠিকাদারের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(গ) ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন হতে ভবন সমূহের ব্যয় প্রাক্কলনের জন্য রেট শিডিউল ২০২২ এবং

২০২৩ এর পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(জ) <u>কারা অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীন (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বিবরণ</u>:

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণ প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-৩, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (মেয়াদ: ০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পের চাহিদামালা চুড়ান্ত করার লক্ষ্যে ০৯-০৪-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য ২৩-০৫-২০২৩ তারিখে কারা অধিদপ্তরে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩/০৫/২৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনবল জনবলের খসড়া প্রস্তাবনা প্রণয়ণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ২৪/০৭/২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় হাসপাতালের জনবল চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের মাস্টারপ্লান ও ডিপিপি প্রণয়ণের জন্য ১৪/০৮/২০২৩ তারিখ স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন, কারা অধিদপ্তরে কিছু কোয়ারি দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে কারা অধিদপ্তরের প্রতিনিধিকে সভাপতি আগামি ৩ দিনের মধ্যে কোয়ারির জবাব দিতে নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন আগামী ১/২ সপ্তাহের মধ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তর কাজ শেষ করবে।	কারা অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর

২.	অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ী ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (মেয়াদ: ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	গত ১৯-১১-২০১৯ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপির উপর গত ০৭-৯-২০২২ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন করে ১০/০৫/২০২৩ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে গত ২৪/০৭/২০২৩ তারিখ উক্ত ডিপিপি ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৯১টি যানবাহন ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমতি/সুপারিশ প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২৩/১০/২০২৩ তারিখ অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়
৩.	কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল, কেরানিগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি-৪, তারিখ ১০/০৪/২০১৬, স্থান-কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (মেয়াদ: ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পের চাহিদাপত্র চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ০৪-০৪-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য ২৩-০৫-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩-০৫-২০২৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনবলের খসড়া প্রস্তাবনা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ২৪/০৭/২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় কারা হাসপাতালের জনবল চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের মাস্টারপ্লান ও ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ০২/০৮/২০২৩ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন, এ প্রকল্পের মাস্টারপ্লানের কাজ চলমান। হাসপাতাল প্রসঙ্গে সভাপতির এক প্রশ্নের জবাবে কারা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন, কারা হাসপাতালে মূলত: প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হবে। সচিব মহোদয় কারা হাসপাতাল নির্মাণের জন্য ০২টি বিষয়ে লক্ষ্য করতে বলেন: ১) কারা অধিদপ্তর হাসপাতাল করতে পারে কিনা? ২) কারা হাসপাতাল নির্মাণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নীতিমালার সাথে কোনো সাংঘর্ষিক কিনা? সভাপতি হাসপাতাল নির্মাণের ক্ষেত্রে কারা অধিদপ্তরকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর

সভাপতি সভার সিদ্ধান্তসমূহ আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, উন্নয়ন প্রকল্পের যে

সকল কার্যক্রম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে যদি কোন বক্তব্য থাকে তা উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

১০। সভাপতি আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৪.০৬.০০১.২১.২৬৩

তারিখ: ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
২৭ নভেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, অর্থ বিভাগ
২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৬) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৭) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৮) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
৯) মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
১০) অতিরিক্ত সচিব, নিরাপত্তা ও বহিরাগমণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১১) অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১২) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৩) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৪) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
১৫) কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর
১৬) প্রধান প্রকৌশলী , গণপূর্ত অধিদপ্তর
১৭) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
১৮) যুগ্মসচিব, কারা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৯) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২০) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর
২১) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা
২২) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২৩) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরি-২ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৪) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৫) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব-এর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

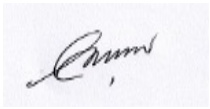

মোঃ মোশারফ হোসেন
উপসচিব